দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ -1 JAN 2017
পৃষ্ঠা ১৫ ... ৬

রাজাপুরে অর্ধশত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক নেই

■ ঝালকাঠি প্রতিনিধি

ঝালকাঠির রাজাপুরে ৫০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন ধরে প্রধান শিক্ষক নেই। এসব বিদ্যালয় ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক দিয়ে কোনোরকম খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে। এতে শিক্ষা কার্যক্রম ও প্রশাসনিক কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে।

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার ১শ ২২টি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এর মধ্যে ৪নং তারাবুনিয়া বোর্ড সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৬নং দক্ষিণ তারাবুনিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৭নং দক্ষিণ তারাবুনিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৮নং দ. প. তারাবুনিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ২৮নং প. ফুলহার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৩৫নং ছোট কৈবর্তখালি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৯নং লেবুবুনিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১৬নং চরকেওতা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৫৪নং ভাতকাঠি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ৫৫নং আদাখোলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ মোট ৫০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক না থাকায় মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে শিক্ষার পরিবেশ।

অভিযোগ রয়েছে, প্রধান শিক্ষক না থাকায় ওইসব স্কুলের প্রশাসনিক কার্যক্রম ভেঙে পড়েছে এবং সহকারী শিক্ষকরাও সঠিকভাবে ক্লাস না করিয়ে নামকাওয়াস্তে কার্যক্রম করে যাচ্ছে। এ সুযোগে ওই সকল প্রতিষ্ঠানের সহকারী শিক্ষকরা স্বেচ্ছাচারিতা ও ইচ্ছেমতো পাঠদানসহ স্কুলের কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। এমনকি রাজনৈতিক ও স্থানীয় প্রভাব খাটিয়ে ওই সকল বিদ্যালয়ের কিছু সংখ্যক দফতরী ও সহকারী শিক্ষক কোমলমতি শিশু শিক্ষার্থীদের মারধর করেছে বলেও অভিযোগ পাওয়া গেছে। এসব স্কুলে সঠিক সময়ে ক্লাস শুরু হয় না এবং নির্ধারিত সময়ের আগেই স্কুল ছুটি দেওয়া হয়। ওই সকল বিদ্যালয়ের অভিভাবকরা নতুন বছরের লেখাপড়ার শুরুতেই দ্রুত প্রধান শিক্ষক নিয়োগের জন্য সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. রফিকুল ইসলাম জানান, প্রধান শিক্ষক না থাকায় বিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ও শিক্ষা কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। প্রধান শিক্ষক না থাকায় সহকারী শিক্ষকরা সঠিক সময়ে স্কুলে যেতে চান না এবং সঠিকভাবে পাঠদান করান না। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হয়েছে। শিক্ষকদের পদোন্নতি দেওয়া হলে এবং নতুন শিক্ষক নিয়োগ হলে এ সমস্যা সমাধান হবে বলেও জানান রফিকুল ইসলাম।